HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০১ ভূমিকা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ভূমিকা
টপিক ০২: জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা
টপিক ০৩: জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ
টপিক ০৪: জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন
টপিক ০৫: গণতন্ত্র ও জনমত
টপিক ০৬: রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ ধারণা ও সংজ্ঞা
টপিক ০৭: রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৮: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভূমিকা

আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। গণতন্ত্রে সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী, প্রগতিশীল ও জনকল্যাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এভাবেই জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতি সম্প্রতিকালে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনায় 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা একটি দেশের সুশাসন এবং রাজনৈতিক অবস্থার ও উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০২ জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা

টপিক ০২: জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে 'জনমত' বলা হয়। এ অর্থে যে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল মতামতই জনমত নয়। পৌরনীতিতে কেবল প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামতকেই জনমত বলা হয়। 'জনমত' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় রুশোর লেখনীতে। গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে জনমতের ধারণাও বিকশিত হতে থাকে।

এল. ডব্লিউ. ডুব (L. W. Doob)-এর মতে, "একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের মতামতই জনমত।" (Public opinion refers to peoples attitudes on an issue when they are members of the same social groups.)

কিমবল ইয়ং (Kimball Young) বলেছেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে, তাই জনমত।" (Public opinion consists of the opinions held by a public at a certain time.)

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" (The aggregate of the views men hold regarding matters that affect the interest of the Community.)

ই. এম. সেইট (E.M. Sait)-এর মতে, "জনমত বলতে আমরা এই বুঝি যে, এটা হলো জনসমষ্টির মত, জনগণেরই মত।"

জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা

অধ্যাপক লাওয়েল বলেন, "জনমত বলে অভিহিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সকলের ঐকমত্যেরও প্রয়োজন নেই।" (In order that an opinion may be public a majority is not enough and unanimity is not required.)

জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতে, "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।"

মরিস জিন্সবার্গ-এর মতে, "জনমত হলো সমাজের বিভিন্ন মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলাফল।" (Public opinion is a social product due to the interaction of many minds.)

অস্টিন রেনি-এর মতে, "জনমত হলো সেসব ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারি কর্মচারীবৃন্দ কিছুটা সজাগ এবং সরকারি কার্যাবলি নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৩ জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

টপিক ০৩: জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

জনমত সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পৌরনীতি ও সুশাসন বিশারদগণ আলোচনা করেছেন এবং সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের সেই আলোচনা ও সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়:

১. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মতামত: জনমত হচ্ছে জনগণের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অভিমত। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত অভিমত জনমত নয়। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত কোনো মত জনমত হতে পারে না যতক্ষণ তা সকল বা অধিকাংশ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গড়ে না ওঠে।

২. জনকল্যাণকামী জনমত সৎ ও গণকল্যাণকামী। জনকল্যাণকামী না হলে তাকে জনমত বলা যায় না। তাছাড়া অসৎ কোনো মত বা চিন্তা গণকল্যাণ বয়ে আনে না এবং তা জনগণ গ্রহণও করে না।

৩. যুক্তিভিত্তিক : জনমত যুক্তিভিত্তিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। গায়ের জোরে কোনো মত বা চিন্তা বা ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত: জনমত একজনের মতও হতে পারে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও হতে পারে। তবে জনমত নির্ধারণে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫. জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধান: মূল জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধানকে কেন্দ্র করে জনমত গড়ে ওঠে। জনমত সবসময় একটি জাতির মূল সমস্যা এবং তার সমাধান কী হবে সেটাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান পায়।

৬. সুনির্দিষ্টতা: জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। অস্পষ্ট মত বা মতের সমষ্টি জনমত নয়। অস্পষ্ট মত বা চিন্তা সর্বজন গ্রাহ্যতা পায় না।

৭. সুচিন্তিত: জনমত সুচিন্তিত মত। লক্ষ্যহীন মতের সমষ্টিকে জনমত বলা যায় না। জনমত সুচিন্তিত এজন্য যে, তা সময়ের বিবর্তনে বহুজনের সমর্থনে গড়ে ওঠে।

৮. নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা: জনমত জনগণ ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কেননা গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। সরকার জনমতের চাপে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৪ জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

টপিক ০৪: জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের মাধ্যমগুলো নিম্নরূপ:

১. সংবাদপত্র: সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে, বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠ করলে জানতে পারা যায়। সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারকে সংযত থাকতে হয়। এজন্যই বলা হয় যে, 'প্রেস যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে'। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কেননা তা সুষ্ঠু জনমত গঠনে সহায়ক নয়। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেছেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন।"

২. পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম: পত্র-পত্রিকাও জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ও প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে।

জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

৩. সভাসমিতি : উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনমত গঠনে সভাসমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবিগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক মতামত তৈরি করতে সমর্থ হয়।

৪. চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন: চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মানুষকে সংগঠিত ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাস্তবধর্মী ও চেতনামূলক ছায়াছবি পরিবেশনের মাধ্যমে, দেশ-বিদেশের খবরাখবর, সংবাদ পর্যালোচনা, সমীক্ষা, টক শো, সমাজ-সচেতন নাটক ইত্যাদি প্রচার করে রেডিও-টেলিভিশন সুষ্ঠু জনমত সংগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. রাজনৈতিক দল: রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রাচীরপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারি দল চেষ্টা করে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের। বিরোধী দলগুলোও সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অনেকেই আগামী দিনে রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষা লাভকরে তা পরবর্তী জীবনে তাদের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। শিক্ষকগণ যে আদর্শ বা ধ্যান-ধারণাকে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

৭. আইনসভা : আইনসভা বর্তমানে জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিজ দলের পক্ষে এবং অপর দলগুলোর বিপক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি প্রদান করে থাকেন। এসব বিতর্কের বিবরণ রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জনগণ এসব বক্তব্য-বিবৃতির মূল্যায়ন করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত গঠন করে থাকে।

৮. পরিবার: পরিবার হলো রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম। পরিবার সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যাপীঠ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিবারে যেসব আলাপ-আলোচনা হয় তা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

৯. ধর্মীয় সংঘ: অনেক সময় জনমত গঠনে ধর্মীয় সংঘগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ধর্মীয় সংঘগুলোর আলোচনা বা উপদেশ জনগণকে অনেকটা প্রভাবিত করে।

১০. পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক সংঘ: বিভিন্ন পেশা-ভিত্তিক সংঘ, ইউনিয়ন বা সমিতি প্রায়ই বক্তব্য-বিবৃতি ও আলোচনা দ্বারা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৫ গণতন্ত্র ও জনমত

টপিক ০৫: গণতন্ত্র ও জনমত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গণতন্ত্র ও জনমত

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন'। জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, গণতন্ত্রে সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে। সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

সুতরাং জনমত হচ্ছে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ।

গণতন্ত্র ও জনমত

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত

যুক্তিযুক্ত, প্রভাবশালী, স্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামতকেই জনমত বলা হয়। গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে জনমতের ধারণাও বিকশিত হতে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।'

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

গণতন্ত্র ও জনমত

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণকর আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

টপিক ০৬: রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

অতি সাম্প্রতিককালে রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনায় 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

অধ্যাপক জি. এ. আলমন্ড (G.A. Almond) বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিক নির্দেশনা।" (Political culture is the pattern of individual attitudes and orientations toward polities among the members of a political system.)

এ্যালান আর. বল (Allan R. Ball)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমাজের সে সকল মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ ও মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত হয়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।" (A political culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate to the political system and to political issues.)

রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

সিডনি ভার্কা (Sidney Verba) বলেন যে, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে।"

লুসিয়ান ডব্লিউ পাই (L.W. Pye)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এমন এক সমষ্টিকে বোঝায় যা রাজনৈতিক কার্যাবলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং এদের মধ্যে একপ্রকার সুশৃঙ্খল ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেই তাদের অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের সার্বিক প্রকাশ ঘটে।"

ডেনিস ক্যাডাং (Dennis Kavangh)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক বিষয়াদির প্রতি নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গির এক সামগ্রিক বণ্টনব্যবস্থা।"

সুতরাং উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৭ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

টপিক ০৭: রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

১. রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি (Political idea and attitude): একটি রাজনৈতিক সমাজের বা একটি দেশের মানুষ রাজনৈতিক বিষয়ে কী ভাবে বা চিন্তা করে এবং কী ভাবে বা চিন্তা করে অর্থাৎ তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ-তাই হচ্ছে উক্ত সমাজ বা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

২. রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি (Political Mirror): রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি দেখে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কীরূপ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩. অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ (Inherent and Psychological expression): রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে এর অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ ঘটায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দাবি যথাযথ স্থানে পেশ করতে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

৪. রাজনৈতিক অনুভূতির সমষ্টি (Affective Orientations or Collection of Political Thinking) : রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক অনুভূতিসমূহের সমষ্টি। একটি রাজনৈতিক সমাজে মানুষ যা ভাবে বা অনুভব করে তার সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Orientations): রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার রীতিনীতি, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিরোধ মীমাংসার অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে ঐক্য ও সমঝোতা বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৮ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

টপিক ০৮: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

তুলনা : জনমত হলো জনগণের যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি। অপরদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। জনমত দ্রুত গড়ে উঠতে পারে কিংবা ধীরে ধীরেও গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাধারণত ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়। একটি বিশেষ ঘটনা বা সংবাদ জনমতকে পাল্টে দিতে পারে বা তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে জনমত পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোনো সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা বা সংবাদ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পাল্টাতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দীর্ঘদিনের সযত্ন লালিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ কাজ খুবই শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। জনমত অপেক্ষা রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিকড় তাই সমাজের গভীরে প্রোথিত।

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

সম্পর্ক : জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। জনমত বলতে জনকল্যাণকর ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের প্রভাবশালী অংশের যে মত তাকে বোঝায়। জনমত যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ। কেননা গণতন্ত্র জনগণেরই শাসন। শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে, সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ না হলে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর উন্নত না হলে, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে না উঠলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে চাই সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনগণের রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি সুস্থ ও উন্নত না হয়, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস যদি উদার ও মানবিক না হয়, জনগণ যদি অপরের মতের প্রতি সহনশীল না হয় সংবাদ মাধ্যম যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয়- তাহলে আমরা বলতে পারি যে সেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি বা উঠলেও তার মান অত্যন্ত দুর্বল। কোনো দেশে যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান দুর্বল হয় তাহলে সে দেশে সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে না। আবার জনমতের প্রভাবেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হয়।

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

পার্থক্য: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ককে স্বীকার করলেও একথা বলতে হয় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। জনমত যত দ্রুত পরিবর্তনশীল, রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেকটা স্থায়ী, কিন্তু জনমত অনেকটা' অস্থায়ী। রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু জনমত গঠনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঘটনাবলিরও প্রভাব থাকতে পারে।

উপসংহার: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে যত সূক্ষ্ম পার্থক্যই থাকনা কেন উভয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি একে অপরকে প্রভাবিত ও সাহায্য করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।জনমত কী?[ঢা. বো. ২০১৬]

ক. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণকামী মতামত খ. কয়েকজন লোকের কল্যাণকামী মতামত

গ. বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণকামী মতামত ঘ. জনগণের বুদ্ধিদীপ্ত মতামত

২।"একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাই জনমত"-এটি কার উক্তি?[য. বো. ২০১৯]

ক. ই. এম. সেইট খ. ই. এম. হোয়াইট গ. এল. ডব্লিউ ডুব ঘ. কিম্বল ইয়ং

৩। জনগণের কল্যাণকামী, যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি কী?

ক. রাজনৈতিক সংহতি খ. গণতন্ত্র গ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঘ. জনমত

৪।'জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যথেষ্ট নয় এবং সব বিষয়ে ঐকমত্য অপরিহার্য নয়'-উক্তিটি কার?

ক. অস্টিন রেনী খ. অধ্যাপক লাওয়েল গ. জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ. কিম্বল ইয়ং

৫। জনমত কোন্টি?[সি. বো. ২০১৯]

ক. ক্ষমতাশালীর মতামত খ. বুদ্ধিজীবিদের মতামত

গ. কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামত ঘ. সংখ্যাধিক্যের মতামত

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।জনমত হলো-[ঢা. বো. ২০১৫; রা. বো. ২০১৭; য. বো. ১০১৫; চ. বো. ২০১৬; ব. বো. ২০১৫]

ক. বহু ব্যক্তির মতামত
খ. প্রভাবশালী ব্যক্তির মতামত
গ. কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত, মতামত
ঘ. বিশেষ শ্রেণির মতামত

৭।জনমত বলতে বুঝায়-[দি. বো. ২০১৬]

ক. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত
খ. কল্যাণমূলক মতামত
গ. সরকারের মতামত
ঘ. রাজনীতিবিদগণের মতামত

৮।জনমতের বাহন কোনটি?[অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]

ক. জনগণ
খ. সংবাদপত্র
গ. কম্পিউটার
ঘ. মাল্টিমিডিয়া

৯।জনমতের বৈশিষ্ট্য কোন্টি?

ক. জনমত সৎ ও জনকল্যাণধর্মী
খ. জনমত সুচিন্তিত মতের বিরোধী
গ. জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়
ঘ. জনমত অযুক্তিভিত্তিক

১০।সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে কোন্টি?

ক. দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রিসভা
খ. দুর্নীতিমুক্ত বিচার বিভাগ
গ. জনমত
ঘ. নির্বাচন কমিশন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. মানিক ইদিলপুর গ্রামে 'অগ্নিশিখা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত লোক সন্ধ্যায় এখানে একত্রিত হয়। তিনি তাদেরকে পত্র-পত্রিকা পড়তে, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যেতে, টেলিভিশন দেখতে উপদেশ দেন। যাতে আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। কিন্তু তারা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় রেডিও শুনে ও টেলিভিশন দেখে সময় কাটায়।

[ঢা. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী?

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লেখ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে-বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণ খুবই শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। সরকার জনগণের মতামত অনুযায়ী শৃঙ্খলভাবে দেশ শাসন করে।

[রা. বো. ২০১৫]

প্রশ্ন :

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী?

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

গ. 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কীসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ভূমিকা মুখ্য-বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

আড়িয়াল বিলে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ। এই বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক মানুষের জীবিকা। এই বিলে সরকার একটি আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী সেখানে বিমান বন্দর না করার দাবি জানায়। সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে আড়িয়াল বিলের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। দেশের সর্বস্তরের মানুষ তাদের সমর্থন জানায়। অবশেষে সরকার আড়িয়াল বিলবাসীসহ সর্বস্তরের মানুষের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। [ব. বো. ২০১৫]

প্রশ্ন:

ক. জনমতের দুটি বাহনের নাম লেখ।

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে আড়িয়াল বিলবাসীর দাবির সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন্ বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গণমাধ্যমের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

THANK YOU